প্রতিবারই একা থাকো। মা-ই তো যায়। এবার না হয় তুমি গেলে। মা রইল।

তা হয় না। মা কি একা থাকতে পারে রনি? তুমি এত বুদ্ধিমতী আর এটা বোঝো না।

কেন লক্ষ্মী আছে তো?

ওর থাকাও যা, না থাকাও তাই।

টেবিলের উপর হাত রেখে বেশ খানিকক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটা। যাওয়ার সময় বলে গেল ঠিক আছে, তোমাদের কাউকেই যেতে হবে না। এবারটা আমি একাই যাব।

ওকে আর বোঝাতে চেষ্টা করেনি সুচারু। ঠিক ওর মায়ের মতোই জেদি হয়েছে। যা ভাববে তাই করে ছাড়বে। মাঝেমাঝে মনে হয় রনির মধ্যে আর একটা কুহু লুকিয়ে আছে।

সেই সব দিনগুলোতে ভারী সুন্দর ছিল কুহু। প্রথম যেদিন নাটকের শোয়ের শেষে ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল খুব অবাক হয়েছিল সুচারু। ভারী সুন্দর প্রসাধনহীন চেহারা! কোনও ভণিতা নেই। সোজা এসে বলেছিল, আপনার নাটক খুব ভালো লেগেছে। আমাকে নেবেন?

মানে? সুচারু বুঝেছিল কথাটা অথচ ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না।

মানে আমি অভিনয় করতে চাই। আপনাদের গ্রুপে করব, যদি অবশ্য আমাকে নেন।

তখন সুচারুদের দলে মেয়েদের আকাল। টাকাপয়সা নেই যে পেশাদার মেয়ে নেওয়া যাবে। একটি মেয়ে করত, বিয়ে হওয়ার পর সেও দল ছেড়ে দিয়েছে। তবু খুব একটা আগ্রহ দেখায়নি সুচারু। বরং গম্ভীর হয়েই বলেছিল, আগে কখনও অভিনয় করেছেন?

হয় সেইসময় কুহুর উপর একটু অমানবিক ব্যবহারই করা হয়েছিল। সে সবেরই শোধ তুলছে বোধ হয়। অফিস, নাটক নিয়েই সারাদিন ব্যস্ত থাকত সুচারু। দিনের পর দিন একা সংসার, মা, মেয়ে সব সামলেছে ও। ক্ষিপ্ত হয়ে কতদিন চেঁচামেচি করেছে। সুচারু আমল দেয়নি। মেয়ে একটু বড় হতেই নিজেকে গুটিয়ে নিল তার আশপাশ থেকে। মেয়ের স্কুল, মেয়ের নাচ, গান, আবৃত্তির ক্লাস নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। রাতের বিছানাতেও সঙ্গ দিত না। গোঁ এর বশে সে সব অগ্রাহ্য করেছে সুচারু। কাছে টানার চেষ্টা করেনি কোনও। রনিকে নিয়েও তার সঙ্গে কম দড়ি টানাটানি হয়নি। শেষপর্যন্ত হাল ছেড়ে দিতে নিজের উচ্চাশা চাপাল রনির কাঁধে। সিরিয়াল, মডেলিং এ সব শুরু হয়েছিল কুহুর উৎসাহে। রনি চায়নি। দিনদিন যত সামনের দিকে এগিয়েছে, মার দিকে থেকে তত মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ও। আবার একলা হয়ে গিয়েছে কুহু।

এ নাটকে সুচারুর ভূমিকা বড়ই এলেবেলে। নাটক ছিল ভালোবাসার জায়গা। দলাদলি, রেষারেষির জন্যই সরে আসা। সেই একই ছবি আজ নিজের সংসারে। মা মেয়ের এই দ্বন্দ্বে নিজেকে বড় অসহায় লাগে। মাঝেমাঝে মনে হয় বাড়ি ছেড়ে চলে যায় কোথাও।

রনি একদিন বলেছিল, আমার এ সব ভালোলাগে না বাবা। মাকে তুমি বোঝাবে? তার চেয়ে চলো তুমি আমি আবার নাটক শুরু করি। আমি তাতেই না হয় অভিনয় করব। বেশ হবে, তাই না।

অসহায়ের মতো বলেছিল সুচারু, তোর মা রাজি হবে না।

আসলে বাবা হয়ে সম্পর্ক শুরুর গল্প

এ নাটকে সুচারুর ভূমিকা বড়ই এলেবেলে। নাটক ছিল ভালোবাসার জায়গা। দলাদলি, রেষারেষির জন্যই সরে আসা। সেই একই ছবি আজ নিজের সংসারে। মা মেয়ের এই দ্বন্দ্বে নিজেকে বড় অসহায় লাগে। মাঝেমাঝে মনে হয় বাড়ি ছেড়ে চলে যায় কোথাও

না।

তবে?

কেউ সুযোগ না দিলে শুরুটা হবে কী করে?

সুচারু হেসেছিল ওর কথায়। তা ঠিক, তবু পারবেন কিনা দেখে নিতে হবে তো। দেখার জন্য দু'দিন পরের একটা ডেট দিয়েছিল ও। সে সময় দলের ছেলেরা ড্রেসিংরুম থেকে উঁকিঝুঁকি মারছিল। কথাবার্তাও শুনে থাকবে কিছু কিছু। ওর ওই নিরুত্তাপ ভঙ্গি তাদের পছন্দ হয়নি। এমনকি প্রথম মহড়া দিয়ে পছন্দ হওয়ার পরও সুচারু বলেছিল, আমরা কিন্তু অনেক দূরে দূরে নাটক করতে যাই। রাত হয় ফিরতে। বাড়ি থেকে আপত্তি হবে না তো?

হবে না। তবে রাতে কোথাও থাকতে পারব না। বাড়ি ফিরতেই হবে। বেশি রাত হলে বাড়িতে কেউ দিয়ে এলেই হবে।

সুচারু মেনে নিয়েছিল কথাটা। তখনকার দিনে মফস্‌সল শহরে ওই অনেক ছিল।

বেশ কয়েকটা নাটকে করার পর কুহুর অভিনয় মাত্রা পেল একটা। ততদিনে তাদের সম্পর্কটা আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। বিয়েতে কুহুর মা আপত্তি করেছিলেন। ধোপে টেকেনি সেটা। মেয়ে হওয়ার পরে আর অভিনয় করতে চাইল না কুহু। তখন মা বেঁচে। বয়স হয়েছে তাঁর। ঘর বার দু'টো একইসঙ্গে সামলানো কুহুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। রনি হওয়ার পরেও তার নিজের নাটক করা বন্ধ হয়নি। এখন মনে করলেও, শেষের গল্পটা করতে পারা যায় না। কুহুর সঙ্গে একই বাড়িতে আছে যেমন আবার নেইও যে সেই সত্যটা মেয়েকে বলে কী করে। তবে মুখে না বললেও মেয়ে যে অনেকটা বোঝে সেটা ওর হাবেভাবেই ফুটে ওঠে।

সংসারে এখন সচ্ছলতা এসেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে কায়দাকানুন বদলে ফেলেছে কুহু। মেয়ের পয়সা খরচ করায়, তার ঘোরতর আপত্তি ছিল। প্রথম চেকটা পাওয়ার পরই ওর অ্যাকাউন্ট খুলে নিজেই টাকাটা জমা করে দিয়েছিল সুচারু। কুহু পাত্তা দেয়নি ওকে। অম্লানবদনে তখন থেকেই রনির টাকা খরচ করে। বারণ করলে বলে, ওকে মানুষ করল কে? ছেলেমেয়ের পয়সা বাবা-মা ই নেয়। এতে অন্যায়ের কি আছে?

বাড়িতে ঢুকে অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিল দু'জনে। লক্ষ্মী এগিয়ে এল।

কী হল? আলো জ্বালিসনি কেন? কুহু চেঁচিয়ে উঠল।

ইনভার্টারে কিছু গোলমাল হয়েছে। ওটা দেখাতে হবে। তা ছাড়া দিদি মোমবাতি জ্বালাতেও বারণ করল।

কেন?

বলল, সব আলো নিভিয়ে দে। শুধু সিঁড়ির মাথায় একটা পিদিম জ্বালা। বেশ আকাশপ্রদীপ আকাশপ্রদীপ লাগবে।

(ক্রমশ)

অঙ্কন ঃ অভি

রসেবশে

ঝৈন

কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়

'স্ত্রৈণ বিষয়টি বুঝি। স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত কে নয় মশাই। তাবড় তাবড় মানুষের জীবনী পড়ে দেখবেন, সকলেই স্ত্রীকে যেমন ভালোবাসে তেমন ভয় ভক্তিও করে। আপনিও ভালোবাসুন না। আমাকে শুধু শুধু রাগাবেন না।'

উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে বলতে একটু থামলেন ভদ্রলোক। বললেন, 'নেতা মন্ত্রীদের দেখেন না, নিজে চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে বউকে ভোটে জিতিয়ে হে হে করতে করতে আঙুল তুলে জনতাকে ভি দেখাচ্ছেন। সবটাই তো বউকে ভালোবেসে।'

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বোধহয় উৎসাহ দ্বিগুণ হল। তেড়ে উঠে উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'তবে যে বললেন ঝৈন। তার মানে? কী বলতে চাইছেন আপনি!'

পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলেন আমার প্রতি কৃতজ্ঞতায়। যে ঝামেলা হয়েছিল সেটা আমি যদি সামাল না দিতাম তবে অযথা উৎসাহী এবং বউদিপ্রেমী লোকজনের একটা মারও মাটিতে না পড়ে ওঁর পিঠেই পড়ত।

সেদিন শিবু এসে বলল, 'দাদা চলুন মহা রগড় হচ্ছে সেনবাড়িতে।'

শুনলাম সেনদা বাড়ির কাজের মেয়েকে জড়িয়ে ধরেছেন পিছন থেকে। সেটা দেখে ফেলেছেন ওঁর স্ত্রী। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে চিল্লামিল্লি করে লোকজন জড়ো করেছেন।

ভদ্রলোক মিনমিন করে বলছেন, 'বুঝতে পারিনি। শাড়িটা তো আমার স্ত্রীর।'

কাজের মেয়েটির সঙ্গে বউদির চেহারার বিস্তর তফাৎ। না বোঝার কিছু নেই। ভদ্রলোককে তো বাঁচাতে হবে। বউদিকেই বকুনি দিয়ে বললাম, 'এরপর থেকে মেয়েটিকে কোনও শাড়ি দিলে দাদাকে দেখিয়ে দেবেন।'

বউদি সেনদাকে দেখিয়ে বলতে গেলেন, 'ওই মুখপোড়া মিনসে...'

আর কোনও কথা না শুনে লোকজনকে নিয়ে চলে এলাম।

প্রশান্ত বাড়ি ফিরতেই ওর বউ দিয়া আঙুল তুলে বলল, 'আবার তুমি ওই পেত্নীটার পাল্লায় পড়েছ। তোমার শার্টে লম্বা চুল। অন্য পারফিউমের গন্ধ। তুমি কী ভেবেছ? আমি কিছু বুঝি না।'

প্রশান্ত কথা না বাড়িয়ে চুপি চুপি পায়ে চটি গলিয়ে ধাঁ।

রান্নাঘরে চা করছিল নীলিমা। রাতের রুটি করে দিয়ে তবে লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল ধরবে। রান্নাঘর থেকে বুলেটের মতো বেরিয়ে এল। দিয়াকে বলল, 'শোনো দাদাবাবুকে বলে দিও ও যদি বাইরের মেয়েদের পাল্লায় পড়ে তবে আমি কিন্তু ছেড়ে কথা বলব না। মামলা করব। খোরপোশ আদায় করে ছাড়ব। তুমি যখন কলেজে পড়াতে যাও মাঝে মাঝে দুপুরে অফিস থেকে কেটে বাড়িতে আসে। এরপরে আবার বাইরের মেয়ে। ছিঃ ছিঃ।'

নীলিমার কথা শুনে দিয়ার চোখ গোল গোল। মুখ হাঁ। সেই হাঁ-মুখ কবে কীভাবে বন্ধ হয়েছিল তা বলতে পারব না।

গল্প উপন্যাস সিনেমায় প্রশান্তর মতো এমন অনেক তো আকছার দেখা যায়। ইদানীংকালের অনেক সিরিয়ালে তো এমন ঝৈনদের অবাধ যাতায়াত। এ এক জ্বালা। একেই তো চট করে কাজের মেয়ে পাওয়া যায় না। লোকাল থানায় ফোটো দাও, ঠিকানা দাও- এ সব শুনে ওরা বলেই দেয়, 'নিঝের কাঝ নিজেই করতি পার না? আমাদের নাগে কেন?'

একেই বাড়িতে কালার টিভি চাই। এটা থাকা চাই, ওটা থাকা চাই। তবে ওরা কাজে লাগবে। কত বায়না! এরপরে যদি দাবি তোলে যে ছোঁক ছোঁক করা বেড়ালের মতো দাদাবাবুও চাই তবে তো চিত্তির। ঘরের খাবার যেন রোগীর পথ্য। স্ত্রৈণ হয়ে থাকা যাচ্ছে না। পাপড়িচাট চেটে ঝৈন হতেই হবে!

ঝৈন বিষয়টি শুধু এ দেশে নয়। বিদেশেও আছে। কত বিখ্যাত মানুষ বেশিদিন ঝৈন না থেকে শেষপর্যন্ত বিয়ে করে স্ত্রৈণ হয়েছেন। কোনও নাম উল্লেখ করে অযথা বিতর্ক তুলে লাভ নেই। ও সব গবেষকদের জন্যই তোলা থাক। তবে কেউ বিখ্যাত মানুষদের অন্দরমহলে উঁকি দিয়ে যদি কিছু জানতে পারেন তবে বলবেন। এ সব ফলাও করে জানানোর মাধ্যম আছে।

বরং দত্ত বাড়ির কাজের মেয়ে ফুলকির কথাই বলি। কাজে এসেই সাত সকালে দেখল দাদা বউদির গজ কচ্ছপের যুদ্ধ। ফুলকিকে দেখে দত্তবাবু গিন্নিকে থামতে বলে নিজে চুপ করল। দত্ত গিন্নির তখন মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছে। বরকে বলল, 'আবার যদি বাইরের মেয়েদের সঙ্গে ছোঁক ছোঁক করতে দেখি তবে কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়ব না। ছেলে মেয়ের বাপ হয়ে তোমার লজ্জা করে না।' দত্তবাবু পালিয়ে বাঁচল।

সব জেনে ফুলকির গালে হাত। বলল, 'দাদাবাবু বাইরের মেয়েদের সঙ্গেও লটরঘটর করে!'

'তবে আর বলছি কী। লোকটাকে নিয়ে আমি আর পারছি না।'

রাগে মুখ থমথমে হয়ে গেল ফুলকির। বলল, 'আমি কিন্তু দাদাবাবুর চোখ গেলে দেব। বাইরের মেয়েদের দিকে তাকাতেই দেব না।'

দত্ত গিন্নির মুখ থেকে কথা বেরুল না।

নীলিমা আর ফুলকির ঘটনাটা প্রায় একইরকমের। এ সব এইরকমই হয়। কিল খেয়ে কিল হজম করে থাকার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে বলেই আপাতত সব শান্তি। কোথাও গোলোযোগ নেই।

তবে সব কি এভাবেই চলছে?

'মোটেই না। তা যদি চলত তবে পৃথিবীটা রসাতলে যেত।' আমার এক বন্ধুর মন্তব্য।

হোটেলের মাংস খেয়ে একজন বলল, 'কী জঘন্য খেতে। এটা নিশ্চয়ই কুকুরের মাংস'। আর এক বন্ধু তীব্র প্রতিবাদ করল। বলল, 'রাস্তার একটা কুকুরকে ধরে কাটানোর চেষ্টা করে দেখিস তো। অসম্ভব। চিৎকারে এলাকা গরম হয়ে যাবে তবু কোনও কুকুরকে ধরে কাটা যাবে না।'

সত্যিই যদি এমন চিৎকার হত! হত কলরব। যাতে এলাকা গরম হয়ে যায়, তবে স্ত্রৈণ থেকে সহসা কেউ ঝৈন হতে একেবারেই সাহস পেত না।

অঙ্কন ঃ অভি